রোহিঙ্গা সংকটের দশম বর্ষ: সিসিএনএফ-এর অবস্থান পত্র

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের তহবিল কোথায় যাচ্ছে?

রোহিঙ্গা সাড়াদানের স্থানীয়করণ বিষয়ক গবেষণা ২০২৬

ভূমিকা: বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকট এখন নবম বছরে পদার্পণ করেছে। কক্সবাজারে বর্তমানে ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী উখিয়া, টেকনাফ ও ভাসানচরের ৩৩টি ক্যাম্পে বসবাস করছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী সংকট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং দেশীয় সংগঠনসমূহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর একসাথে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। কিন্তু নয় বছর পরও বাংলাদেশকে এই সংকটের চাপ বহন করতে হচ্ছে, যা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে বর্তমানে (জুলাই ২০২৬) ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করছে।

মানবিক সহায়তার জন্য তহবিল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। স্থানীয় এনজিওগুলো এখনও স্থানীয়করণ রোডম্যাপ বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। স্থানীয়করণসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো স্থানীয় এনজিওগুলোর মতামত ও কণ্ঠস্বরকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না; বরং রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তহবিল নিজেদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করছে। ফলে, উচ্চ পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় রোহিঙ্গাদের জন্য সরাসরি সেবা প্রদানের সক্ষমতা সীমিত করছে এবং সামগ্রিক সহায়তার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে।

সিসিএনএফ ও কোস্ট ফাউন্ডেশন এর রোহিঙ্গা সাড়াদানের স্থানীয়করণ বিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্য: সিসিএনএফ ও কোস্ট ফাউন্ডেশন এর রোহিঙ্গা সাড়াদানের স্থানীয়করণ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করেছে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল-

- রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের সমন্বয় কাঠামোর পরিচালনা, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো বিশ্লেষণ করা।
- রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য পুলড ফান্ডিং ব্যবস্থার ফলাফল ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
- মানবিক সমন্বয় এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় এনজিও ও সিএসওগুলোর অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও প্রভাবের মাত্রা পর্যালোচনা করা।
- রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল কোথায় ব্যয় হচ্ছে, তা অনুসন্ধান করা।
- রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয় নেতৃত্বাধীন মানবিক কার্যক্রম (Locally Led Humanitarian Action) এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রধান বাধা ও সম্ভাব্য সুযোগগুলো চিহ্নিত করা।

গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা: পাশাপাশি, গ্র্যান্ড বার্গেইন অঙ্গীকার এবং স্থানীয়করণ কাঠামো , জাতিসংঘের মানবিক সাড়া পুনর্গঠন (Humanitarian Reset) সংক্রান্ত নথিপত্র, যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (Joint Response Plans—JRPs), ক্লাস্টার সমন্বয় সংক্রান্ত নির্দেশিকা পুলড ফান্ড (Pooled Fund) সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রতিবেদন স্থানীয়করণ ও মানবিক অংশীদারিত্ব বিষয়ক পূর্ববর্তী গবেষণা যাচাই করা হয়েছে এবং স্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন টিম: গবেষণার ফলাফলে দেখো যায়- জাতিসংঘের সংস্থাগুলো (UN Agencies) সর্বাধিক ৫৪% প্রতিনিধিত্ব করছে।
অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতীয় এনজিও এবং স্থানীয় এনজিও- প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব মোট কাঠামোর মাত্র ১৫%। ফলে, রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমের সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো মূলত আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক অংশীজনদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে সেক্টর লিড/সেক্টর কো-লিড: রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রম সমন্বয় করতে ৮টি প্রধান সেক্টর রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি সেক্টরের নেতৃত্বই জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর হাতে। শুধুমাত্র ১টি সেক্টরে (শিক্ষা সেক্টর) একটি আন্তর্জাতিক এনজিও (INGO) কো-লিড হিসেবে রয়েছে। স্থানীয় কোনো এনজিওর (Local NGO) সেক্টর লিড হিসেবে কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। স্থানীয় কোনো এনজিওর কো-লিড হিসেবেও কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই।

ফলে, মানবিক সমন্বয় ব্যবস্থা এখনো মূলত জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) ২০২৬: রোহিঙ্গা মানবিক সংকট মোকাবেলায় ২০২৬ সালের যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি) অনুযায়ী ১৫.৬ লক্ষ মানুষকে সহায়তা করার জন্য ৭১.০৫ কোটি মার্কিন ডলার প্রয়োজন। এই তহবিলের মধ্যে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর কাছে ৮৭.৯৬% তহবিল রয়েছে, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাছে আছে ৭.৭৮%, জাতীয় এনজিওগুলোর কাছে আছে ৪.২৬%, এবং স্থানীয় এনজিওগুলোর কাছে কোন তহবিল নেই। যা স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের জন্য অত্যন্ত সীমিত আর্থিক সুযোগ থাকার ইঙ্গিত দেয়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রকল্প ও অংশীদারিত্ব: ২০২৫ সালের জুন থেকে আগস্ট–এই তিন মাসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মোট ৬৩টি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

ক্যাম্পে কার্যরত প্রতিষ্ঠানের ধরন	অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা	অর্থায়নের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)	মোট অর্থায়নের শতাংশ
আন্তর্জাতিক এনজিও	২৮	৩৩০	৬৩.৬%
জাতীয় এনজিও	৩২	১৭৬	৩৩.৯%
স্থানীয় এনজিও	৩	১৩	২.৫%
মোট	**৬৩**	**৫১৯**	**১০০%**

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে পুলড ফান্ড: স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য ব্র্যাক রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে একটি পুলড ফান্ড পরিচালনা করছে। যেহেতু এই তহবিলটি শুধুমাত্র স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য নির্ধারিত, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে স্থানীয় এনজিও কম তহবিল পাচ্ছে। তহবিল প্রাপ্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে দেখা গেছে-২২% হলো স্থানীয় এনজিও (৬টি স্থানীয় এনজিও) এবং ৭৮% হলো জাতীয় এনজিও (২১টি এনজিও)।

UNOCHA-এর পুলড ফান্ড: সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয়ের কার্যালয় (UNOCHA) যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ১৫০ মিলিয়ন ডলারের অর্থ রোহিঙ্গা সংকটে বরাদ্দ করেছে। এই তহবিলের মধ্যে ৯২ শতাংশ জাতিসংঘ সংস্থাগুলো এবং ৮ শতাংশ আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো পেয়েছে। যদিও ইউএনওসিএইচএ -এর স্থানীয় সংগঠনকে সরাসরি অর্থায়নের অঙ্গীকার রয়েছে, কিন্তু কক্সবাজারে তার প্রতিফলিত হয়নি। উপরন্তু, এই তহবিল শুধুমাত্র শুধু মাত্র জেআরপি -এর আবেদনকারী সংস্থাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ইউএনওসিএইচএ আগামী বছর আরও অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু জেআরপি তে যদি কোনো স্থানীয় এনজিও আবেদনকারী সংস্থা হিসেবে না থাকে, তাহলে স্থানীয় সংগঠনগুলো কিভাবে সরাসরি অর্থায়ন নিশ্চিত হবে?

প্রত্যাবাসনে কোনো অগ্রগতি নেই: ২০২৪ সালের শুরু থেকে আরও ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি নতুন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এর ফলে কক্সবাজারে অবস্থানরত ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার ওপর চাপ আরও বেড়েছে। টেকসই প্রত্যাবাসনে কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় অতিরিক্ত এই জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত চাপে থাকা ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে, অর্থায়ন সংকটের কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমও কমে যাচ্ছে। ফলে কক্সবাজারের মানুষের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে-আর কতদিন তারা এই বোঝা বহন করবে এবং তাদের আর কত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে?

সুপারিশসমূহ: রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয়করণ জোরদারের জন্য গবেষণার প্রাপ্ত সুপারিশ:

১. মানবিক সাড়াদানে কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় এনজিওগুলোর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা: মানবিক সাড়াদানে কার্যক্রমে স্থানীয় নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি ধাপে স্থানীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে হবে; তারা স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনের বিকল্প হতে পারে না। বর্তমান প্রক্রিয়া রোহিঙ্গা সহায়তা কাঠামোর একটি মৌলিক দুর্বলতাকে তুলে ধরে।

২. সেক্টরগুলোতে স্থানীয় এনজিওগুলোর কো-লিডারশিপ চালু করা: সকল সেক্টরগুলোতে স্থানীয় এনজিওগুলোর কো-লিডারশিপ চালু করতে হবে।

৩. স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য সরাসরি তহবিল বৃদ্ধি করা: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তত ২৫% বরাদ্দ এবং স্থানীয় এনজিওর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. স্থানীয় সংস্থাগুলোর তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে পুলড ফান্ডিং ব্যবস্থার সংস্কার: ২০২৬ সালের পরবর্তী বরাদ্দে ব্র্যাক ও UNOCHA-কে স্থানীয় সংগঠনগুলোর জন্য অন্তত ২৫ শতাংশ সরাসরি অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় এনজিওগুলোকে তাদের নিবন্ধন ও অংশীদারিত্ব কাঠামোর আওতায় আনতে হবে।

৫. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

৬. আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যে সমতাভিত্তিক ও পারস্পরিক জবাবদিহিমূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

৭. রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য একটি বাংলাদেশভিত্তিক স্থানীয়করণ কৌশল প্রণয়ন করা।

৮. স্থানীয় নেতৃত্বাধীন মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করা।

৯. স্থানীয়করণ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির জন্য একটি কার্যকর কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

১০. মানবিক সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় এনজিও নেটওয়ার্কগুলোর ভূমিকা স্বীকৃতি, শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা।

সর্বপরি, স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন ও এর যৌথ প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রত্যাবাসনের জন্য একটি যৌথ প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এতে প্রত্যাবাসনের একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ থাকতে হবে। যেখানে গুরুত্ব পাবে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন। এই প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে।

Contact us:
Zahangir Alam, Member Secetary of CCNF, E-mail: ccnf.info@gmail.com, +880 1713-328827
House No: 75 Block: A Light House Road (East side of Niribili Orchid), Kalatoli, Cox's Bazar